B. A HONOURS IN SOCIOLOGY

SEMESTER: II

DC 3

SOCIOLOGICAL THEORY

1. **Sociological Theory:**
   Meaning, Characteristics, Types , Role of Theory in Research

Scanned with CamScanner

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব কি ?
(What is Sociological Theory ?)

সমাজতাত্ত্বীয় তত্ত্বের প্রকৃতি ও প্রণীগুলিকে জানবার বা ভালো করে বোঝবার পূর্বে আমাদের উচিত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব কি ? তা জেনে নেওয়া। পারসী. এস. কোহেন (Percy S. Cohen) লিখেছেন যে, তত্ত্ব শব্দটি একটি ব্যাঙ্ক চেক (Cheque)-এর মতো যার সম্ভাব্য মূল্য ওই চেককে ব্যবহারকারী ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। কোনও বক্তব্যকে সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব বলার তাৎপর্য কোহেন অনুসারে বক্তব্যের থেকে তত্ত্বের মূল্য অনেক বেশি। কারণ তত্ত্ব তথ্যের অধিক কিছু দিয়ে গঠিত হয়। যদি কোনও তথ্য তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তার আর কোন মূল্য থাকে না। তথ্য হল বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে এমন এক বক্তব্য যার সত্যতাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তত্ত্ব বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়ে ঘটনার সম্পূর্ণ শ্রেণি এবং শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। যদি কেউ বলে যে, সে গাছ থেকে পাতা পরতে দেখেছে, তবে সেটা শুধুমাত্র তথ্য (fact)। যদি কেউ এটা বলে যে, গাছ থেকে অনেক পাতাই ঝড়ে যেতে দেখেছে তো সে বিশিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেকগুলি বক্তব্যকে একসাথে পেশ করেছে যা এক জটিল তথ্য। কিন্তু যদি সে বলে যে, প্রত্যেক পাতার গাছ থেকে ঝড়ে যাওয়া এক অনিবার্য বিষয় তবে সে কোন তথ্য বলছে না বরং একটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছে। কারণ, সব পাতার পরে যাওয়া সম্পর্কে বললেও সব পাতার পরে যাওয়াকে সে চাক্ষুষ দেখছে না। কেউ কখনই সব পাতাকে ঝড়তে দেখতে পারে না, পাতার সংখ্যা অসংখ্য।

কোহেন বলেছেন, এটা সত্যি যে, সকল তত্ত্ব তথ্য দ্বারা সংঘটিত, এবং তত্ত্ব তথ্যের থেকেও শক্তিশালী। কিন্তু সকল বক্তব্য যা হল তথ্য তত্ত্ব হতে পারে না।

ব্যক্তি প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করে সেই তথ্যগুলির মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক অনুমান করে, ঘটনার কার্যকারণ প্রস্তুত করার চেষ্টা করে, এই প্রকার অনুমানকে উপকল্পনা (Hypothesis) বলা হয়ে থাকে। এই উপকল্পনাকে তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় না, কারণ এটি তো বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাগুলির বিশিষ্ট দিকগুলি তথা তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলে। এই উপকল্পনাকে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা বা যাচাই করে নেওয়ার পর প্রাপ্ত তথ্যের শ্রেণিবিভাগ করে আবশ্যকীয় ধারণাগুলি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করে তথ্যগুলির মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। এসব পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর অভিজ্ঞতালব্ধ সাধারণীকরণ (Emperical Generalisation) করা হয় যা এই প্রকার সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হবে। এই সকল কাজের মাধ্যমেই তত্ত্ব তৈরি হয়।

মার্টন (Merton) মনে করেন যে, সেই অবস্থাতেই ধারণা এক পরিকল্পনার রূপে অভ্যন্তরীণভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পরে, তখনই তত্ত্বের বীজ বপিত হয়। অবধারণার অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে গিবস (Willard Gibbs) লিখেছেন যে, অবধারণগুলি হল সেই স্বরূপ যার দ্বারা পরীক্ষা পরিণাম ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই দুইয়ের মিলনের ফলেই তত্ত্বের উদ্ভব হয়। অতএব কোন পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণকে ব্যক্ত করে এমন বক্তব্য বা অবধারণের বিশিষ্ট সঙ্করণশীলতায় তার অন্তঃসম্পর্কযুক্ত স্বরূপকেই তত্ত্ব বলা যায়। পূর্বোক্ত বিষয়টিকে আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তত্ত্ব একটি বিশিষ্ট গভীর চিন্তার ফলস্বরূপ ভাবধারণের এক অসাধারণ জোড়সূত্র। স্বয়ং মার্টন লিখেছেন, সমাজতত্ত্বের তত্ত্ব যুক্তিগ্রাহ্য রূপে অভ্যন্তরীণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন যুক্তিবাক্যের সমষ্টিকে বলে, যার দ্বারা প্রয়োগসিদ্ধ সাধারণ নিয়মের খোঁজ পাওয়া যায়।

লুমিস (Loomis) তত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে অন্তঃসম্পর্কিত অবধারণগুলি, যাদের বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা তর্কবাক্যের (Propositions) দ্বারা সম্মিলিত করা হয়েছে, তারাই তত্ত্বের গঠন করে থাকে।" এই সংজ্ঞায় তত্ত্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। (১) তত্ত্ব কিছু অবধারণার

Scanned with CamScanner

সংযুক্তিকরণের ফলে গড়ে ওঠে, (২) এই অবধারণাগুলি যুক্তিগ্রাহ্যতার মাধ্যমে অন্তঃসম্পর্কিত, (৩) এই অবধারণাগুলিকে সমাজবৈজ্ঞানিক দ্বারা নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ এবং তারপর সাধারণীকরণের বা সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার ভিত্তিতে যাচাই করা কিছু তর্কবাক্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়।

পারসন্স (T. Parsons) বলেছেন যে, "তত্ত্ব কিছু জ্ঞাত তথ্য দ্বারা নিরূপিত সর্বজন- গ্রাহ্যতার দ্বারা তৈরি হয়। সেই অর্থে যে কোন সাধারণ বক্তব্যের জ্ঞাত তথ্যের দ্বারা বা তথ্যসমূহ দ্বারা তাকে যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে যাচাই করা হচ্ছে।" সুতরাং, এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, তত্ত্ব নির্মাণের জন্য প্রয়োগসিদ্ধ তথ্য থেকে কিছু সাধারণ নির্যাস বের করে নেওয়া হয় এবং তাকে কিছু সাধারণ বক্তব্যের মাধ্যমে পেশ করা হয়। জ্ঞাত তথ্যসমূহ দ্বারাই এর যৌক্তিতা প্রমাণ করা সম্ভব। অতএব তত্ত্বের নির্মাণের জন্য প্রয়োগসিদ্ধ তথ্যের দ্বারা সর্বজনগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। স্বয়ং পারসন্স বলেছিলেন যে, তত্ত্বকে খাড়া রাখবার জন্য একটি অনুমিত মঞ্চের প্রয়োজন। পারসন্স দ্বারা প্রস্তুত তত্ত্বের সংজ্ঞার দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয় যে, সর্বপ্রথম বাস্তব তথ্যের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে কিছু উপকল্পনা বা অবধারণা তৈরি করা হয়। তারপর সেই অবধারণগুলিকে তর্কপূর্ণ উপায়ে সংযুক্ত করা হয়। তারপর সম্পূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে ঘটনার সর্বজনগ্রাহ্যতাকে যাচাই করা হয়। এই সার্বজনীনতা বা ঘটনার সার্বভৌমিকতার ওপর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

টিমাসেফ (Timasheff) বলেছেন যে, "এক সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব এমন কিছু তর্কবাক্যের একটি সমষ্টি যা আদর্শরূপে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালন করে। প্রথমত, তর্কবাক্যগুলিকে নিশ্চিত অবধারণরূপে প্রস্তুত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তর্কবাক্যগুলি পরস্পর একে অপরের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তৃতীয়ত, তর্কবাক্যগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে অবরোহমূলক পদ্ধতিতে (Deductively) সর্বজনগ্রাহ্য বক্তব্য বা তত্ত্ব নিষ্কাশণ করা সম্ভব। চতুর্থত, তর্কবাক্য নিশ্চিতরূপে যেন ফলদায়ক হয় এবং পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ তথা সার্বজনীনতাকে পথ দেখিয়ে যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যাতে জ্ঞানের ক্ষেত্র বাড়তে পারে। টিমাসেফের উপরোক্ত মতামত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তত্ত্ব কিছু সুসংগঠিত তর্কবাক্যের আন্তঃসম্পর্কযুক্ত তর্কবাক্যের সমষ্টি, এবং এই তর্কবাক্য নিশ্চিত অবধারণরূপে ব্যক্ত করা হয়। এর মধ্যে থেকে উপস্থিত সার্বজনীনতা বের করে নেওয়া হয় এবং এরাই আগে যাওয়ার জন্য পর্যবেক্ষণ এবং সার্বজনীনতার পথ দেখিয়ে দেয়।

Scanned with CamScanner

তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ
(Types of Theories /Classification])

সমাজতত্ত্বে যে সকল তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে তারা প্রত্যেকেই একইভাবে গড়ে ওঠেনি বা সমরূপ বা সমান নয়। কিছু কিছু তত্ত্বে পরিশোধনের মাত্রা অন্যের তুলনায় বেশি থাকে। কিছু তত্ত্ব যথেষ্ট বাস্তবমুখী হলেও কিছু তত্ত্ব আধার প্রমাণ সাপেক্ষ। এর তাৎপর্য হল এই যে প্রত্যেক তত্ত্বের প্রকৃতি এক নয়। তত্ত্বের বিচিত্র প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির কথা স্মরণ রেখে পারসী এস. কোহেন তত্ত্বকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) **বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব** (Analytic Theories)—এই প্রকার তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য দ্বারা গঠিত হয় (extracted from axiomatic statement)। যা কোন ঘটনার সংজ্ঞা হিসাবে যথাযথ সত্য হলেও বাস্তব সমাজ বা তার ঘটমান ঘটনাগুলির সাথে বস্তুনিষ্ঠ যোগাযোগ খুবই কম। এই সকল তত্ত্বকে আধার হিসাবে স্থির করে অন্যান্য অবধারণ, বক্তব্য বা উপস্থাপনা গঠন করা হয়। এই প্রকার তত্ত্ব তর্কবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

(২) **আদর্শমূলক তত্ত্ব** (Normative Theories)—এই প্রকার তত্ত্ব এমন আদর্শসমূহকে সামনে প্রকট করে যাদের সাধারণত আমরা আকাঙ্ক্ষা করে থাকি সেই সকল আদর্শকেই বুঝতে সাহায্য করে। নীতিশাস্ত্র (Ethics) এবং সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব—এ

Scanned with CamScanner

নন্দনতত্ত্বে (Aesthetics) এই প্রকার আদর্শমূলক তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই প্রকার তত্ত্ব অ-আদর্শমূলক তত্ত্বের সাথে যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভাবধারা (Ideologies) তথা কলাত্মক তত্ত্বের (Artistic principles) উদ্ভব ঘটায়।

(৩) বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Scientific Theories)—আদর্শরূপে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলতে এক সর্বব্যাপী এবং সার্বজনীন বক্তব্যকে বোঝায় যা দুটি বা তার অধিক ঘটনাগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপনের ওপর জোর দেয়। স্বাভাবিকভাবে এটি বলা যায় যে কখনও যদি 'ক' নামক ঘটনাটি ঘটে তবে 'খ' নামক ঘটনাটিও ঘটবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রধান বিশেষত্বগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমত, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সার্বভৌম (Universal) কারণ, তারা এমন দশার কথা বলে থাকে যখন কোন ঘটনা বা ঘটনাটি কোন প্রকারে ঘটিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সর্বজনগ্রাহ্য (Emperical) বা প্রয়োগসিদ্ধ হয়ে থাকে। তার মানে এই নয় যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কেবলই অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণের উৎপাদিত দ্রব্য। অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ কিছু বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। অন্যদিকে, তত্ত্ব সার্বভৌমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব তত্ত্ব কেবলমাত্র কিছু ঘটনা সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই অর্থে কারণ এর দ্বারা এমন সকল বক্তব্য নিষ্কাশিত করা যায় যা বিশেষ ঘটনাগুলির সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে এবং যাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব।

একটি তত্ত্বকে বাস্তবিক তখনই মনে করা সম্ভব যখন তার পরীক্ষা করা সম্ভব। পরীক্ষণ-সাপেক্ষ করবার জন্য এমন বক্তব্য নিষ্কাশন করতে হবে যার সত্যতাকে বাস্তব ঘটনার সাথে সাদৃশ্য দেখে যাচাই করা যাবে। যদি বক্তব্যের সাথে বাস্তবিক ঘটনার পর্যবেক্ষণের ফল এক না হয় অর্থাৎ বিপরীত হয় তখন এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বটিকে হয় পরিবর্তন করা হয় নয়তো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কার্য-কারণ সম্পর্ক (Causal) মেনে চলে। এর তাৎপর্য হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে যে কিছু ঘটনার জন্য কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এই কার্যকারণের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে নানা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা মত দেখা যায়। (১) কিছু বৈজ্ঞানিকদের মতে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কার্যকারণ ধর্ম বা স্বরূপ থাকে। (২) অন্য বৈজ্ঞানিকদের মতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। (৩) কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কার্যকারণ ধর্ম বা স্বরূপ থাকে, কারণ বিজ্ঞান এই কথারই বিশেষ ব্যাখ্যা দেয় যে ঘটনা কেন এবং কিভাবে ঘটে।

(৪) তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Metaphysical Theories)—তাত্ত্বিক তত্ত্বগুলির প্রধান বিশেষত্ব হল যে, বস্তুত তারা পরীক্ষণযোগ্য নয়। যদিও তাদের তার্কিক মূল্যায়ন করা হয়। কিছু কিছু তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সাথে বিজ্ঞানের কোন যোগাযোগ থাকে না। আবার কিছু কিছু তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে গঠিত বা ব্যবহৃত হয়। তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত কিছু উপযুক্ত স্বীকৃতিমূলক তথ্যের নির্মাণ করতে এবং তত্ত্ব বিশ্লেষণে কাজে লাগে। এতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য মেলে। এইসকল তাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে "প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব" প্রধান।

সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য
(Nature and Characteristics of Sociological Theory)

সমাজতত্ত্বের যেহেতু বিভিন্ন ভাগ আছে সেহেতু তাদের সমান প্রকৃতি এবং একইরকম বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তত্ত্বের প্রকৃতি সাধারণত কিছু সাক্ষ্য নিয়েই গঠিত হয়। আমরা এখানে সমাজতাত্ত্বিক প্রকৃতি এবং বিশেষত্বগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করব।

Scanned with CamScanner

সমাজশাস্ত্র বা সমাজতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য—

১। একটি তত্ত্ব সুসংবদ্ধ ধারণা তথা তার্কিক রূপ দ্বারা আন্তঃসম্পর্কিত প্রস্তাবের (Interconnected Proposition) দ্বারা তৈরি হয়।

২। একটি তত্ত্ব একটি সুশৃঙ্খল প্রতীকবৎ রচনা। এখানে তথ্যের অনিবার্যতা সন্নিবিষ্ট নেই। তত্ত্ব-নির্মাণ এক রচনাত্মক উপলব্ধি, এতে প্রমাণ সাপেক্ষতা থেকে গুণাত্মক রূপকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩। একটি তত্ত্ব নিজ প্রকৃতিগতভাবেই কাজ চালানো ধরনের হয়ে থাকে। তবে তাকে সংশোধনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয় এবং এই সংশোধন নতুন অন্তর্দৃষ্টি বা প্রমাণ দ্বারাই করা সম্ভব। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে যেটি একান্তই অনুচিত বা অসম্ভব ব্যাপার তা হল, এখানে কোনও তত্ত্বই চরমভাবে সত্যের চরিত্রায়ণ নয়।

৪। সমাজতত্ত্ব প্রারম্ভিক দিক থেকে পরীক্ষণযোগ্য। অর্থাৎ তখন জ্ঞাত তথ্য তথা উপলব্ধ প্রমাণসমূহের সমান।

৫। সমাজতত্ত্ব এমনই একটি সুশৃঙ্খলিত বুনোট (সূত্রীকরণ—Formulation) যার অন্তর্গত মানবতাবাদী পরম্পরা (Humanistic Tradition)-এর সাথে প্রয়োজনীয়তার বৈজ্ঞানিক পরম্পরা (Scientific Tradition) (মাপ, আরোহ, ভবিষ্যদ্‌বাণীর শক্তি) সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

৬। সমাজতত্ত্ব সার্বভৌম হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। যে সকল তত্ত্বগুলি সার্বভৌম হয় তা সাধারণত সব জায়গাতেই স্বীকৃত হয়ে থাকে।

৭। সমাজতত্ত্ব সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য হল এই যে কোন তত্ত্বই অনন্তকালের জন্য স্থির নয়। ২০

Scanned with CamScanner

বহুর পূর্বে গৃহীত কোন তত্ত্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে অথবা নতুন তথ্য প্রাপ্তির জন্য নিজের ব্যবহারিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় সেই তথ্যের পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৮। যে কোন সমাজতত্ত্ব সমাজের প্রকৃতি বা প্রয়োজনীয়তাকে মনে করে তৈরি করা হয়। অতএব একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যেক দেশেই সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রগুলি সমান হবে। অবশ্য কিছু তত্ত্ব এমনও হতে পারে যা যে কোন সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন দুর্খাইমের আত্মহত্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব (Durkheim's theory of Suicide)।

৯। সকল সমাজতত্ত্বই ভবিষ্যদ্বাণী করবার যোগ্যতায় উন্নীত হয় না। যে সকল তত্ত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তারা সকলেই ঠিক-ই হবে এর কোন ঠিক নেই।

১০। সকল সমাজতত্ত্ব ব্যবহারিক দিক থেকে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয় না। কিছু তত্ত্বের নির্মাণ তো জ্ঞানকোষ বৃদ্ধির জন্যই কেবলমাত্র হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু তত্ত্বের নির্মাণ করা হয় সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য।

১১। সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব স্বয়ং বিমূর্ত হয়ে থাকে। গবেষক জাতি, বিবাহ, সম্পর্ক, ধর্ম, পরিবার, নগর, গ্রাম, ব্যবসা প্রভৃতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গগুলিকে দেখে পর্যবেক্ষণ করে। এই প্রসঙ্গের সাথে ব্যক্তি, স্থান প্রভৃতির উল্লেখ থাকে, পরে এই সকল প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে অমূর্তিকরণ করা হয়ে থাকে। একেই তত্ত্ব বলে।

১২। তত্ত্ব এমনই হওয়া উচিত যাতে প্রয়োজনে, পরীক্ষণের দ্বারা একে ভুল প্রমাণ করা যায়। কিছু মানুষ মনে করেন যে যখন তত্ত্ব নির্মাণ হয়ে যায় তখন তা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। কখনও ভুল হয় না। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। অভিজ্ঞতা, পরীক্ষণের দ্বারা কোন তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব। তত্ত্বে সংশোধন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তন ঘটেই থাকে। পরমাণু তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রথমে তাকে অবিভাজ্য মনে করা হত, তারপর প্রমাণিত হয় পরমাণু বিভাজ্য।

১৩। তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিন্যাস প্রয়োজন।

১৪। তত্ত্বে প্রযুক্ত ধারণাগুলির মধ্যে তার্কিক সম্পর্ক থাকে। এরকম না হলে তারা বক্তব্যের গন্ডি থেকে তর্কবাক্যের পদে উন্নীত হয় না।

১৫। তত্ত্ব পরীক্ষণযোগ্য হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষণের ক্ষেত্রে সফলভাবে উত্তীর্ণ হলে তবেই তত্ত্ব তার স্ব-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

১৬। কোন তত্ত্বই সনাতন নয়। প্রত্যেক তত্ত্বই স্থানকাল ভেদে আপেক্ষিক; তাই সব সময়ই এর পরিবর্তন হতেই থাকে। তত্ত্ব তথ্য এবং উপধারণার মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে থাকে। যখন এদের মধ্যে পরিবর্তন আসে তখন তত্ত্বেরও পরিবর্তন হয়।

বর্তমানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমাজতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির মতো প্রমাণিত হতে হবে। আবার এরই সাথে বর্তমান সময়ের গভীর সমস্যাগুলি যেমন—সামাজিক চাপ, হিংসা, ছাত্রের অসন্তোষ, সামাজিক ব্যবহার প্রত্যেকটি কারণ তথা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজতত্ত্ব গঠিত হওয়াই কাম্য।

Scanned with CamScanner

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রকারভেদ
(Types of Sociological Theory)

সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব এবং প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে সমাজবিজ্ঞানীরা তাকে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণিভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিছু কিছু বিজ্ঞানী সমকালীন সমাজতত্ত্বকে শ্রেণিবিভাগ করেছেন কিছু সম্প্রদায়ের ওপর ভিত্তি করে, যেমন ভৌগোলিক সম্প্রদায়। কোন কোন তত্ত্ব গঠনকে সেই ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ের ওপর রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। তত্ত্বকে ওই ভৌগোলিক ক্ষেত্র অনুসারেও শ্রেণিবিভাগ করা যায় যেখানে সেই তত্ত্ব নির্মাতাও বসবাস করেন। তত্ত্বের নীতিকরণের গঠন, বিষয়ের প্রকৃতি বা তাত্ত্বিক দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে করা হয়। নিম্নে কিছু তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ করে আলোচনা করা হল।

ডন মার্টিন্ডেল (Don Martindale) তাঁর "দ্য নেচার অ্যান্ড টাইপস অফ সোসিওলজিক্যাল থিয়োরী"তে সমাজতত্ত্বকে সাধারণত পাঁচ প্রকারের বলে ঘোষণা করেছেন হয়েছে।

(১) প্রত্যক্ষবাদী জৈববাদ (Positivistic Organism) মার্টিন্ডেল সেই সকল তত্ত্বসমূহকে এখানে রেখেছেন যার অন্তর্গত সমাজ বা সামাজিক ঘটনার বিবেচনা জৈব উৎস বা তার থেকে সরে গিয়ে করা হয়। অগাস্ট কোঁত, হার্বার্ট স্পেনসার, লেস্টর ওয়ার্ড, দুর্খাইম প্রমুখদের তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্গত। প্যারেটো তথা ফ্রয়েড প্রভৃতিদের তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(২) দ্বন্দ্ব তত্ত্ব (Conflict Theory)—এই শ্রেণির তত্ত্বগুলির উৎস হল বোডিন, হবস, হিউম প্রমুখদের সৃষ্ট সমাজতত্ত্বের সমূহ তত্ত্বগুলি। এই তত্ত্বে জীবন বা সমাজে সংঘর্ষের পরিস্থিতিকে স্পষ্ট করে। সংঘর্ষের তত্ত্বগুলির মধ্যে স্পেনসার, সামনর, কার্ল মার্কস প্রমুখদের তত্ত্ব প্রধান। সমাজবিদ্যায় সংঘর্ষের তত্ত্বের মধ্যে বেজহট, রেটজেনহোফর, স্মল এবং ওপেন হাইমারের তত্ত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিধিবদ্ধ তত্ত্ব (The Formal Theory)—সমাজতত্ত্বের বিধিবদ্ধ শ্রেণির মধ্যে সেই সকল তত্ত্বগুলিকে রাখা হয়েছে। যাদের বিধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত সমাজবিদরা প্রতিপাদন করতে পারেন। এই সম্প্রদায়ের সমাজবিদ অনুসারে সমাজতত্ত্বের গঠনমূলক বিষয় হল "মানবীয় সম্পর্কের প্রকৃতরূপ"। জর্জ সিমেল, ম্যাক্স ওয়েবার, টার্নার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই শ্রেণির তত্ত্বের স্পষ্টরূপ দেখা যায়।

(৪) সামাজিক ব্যবহারবাদ (Social Behaviourism)—সামাজিক ব্যবহারবাদ বা ক্রিয়া দ্বারা সম্পর্কিত তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্গত। টার্ডের অনুকরণ তত্ত্ব তথা লী বাঁ (Le Bon) এর মধ্যে মানব ব্যবহার সম্পর্কিত তত্ত্ব সামাজিক ব্যবহারবাদী তত্ত্বের অন্তর্গত। গিডেন্স, রস, চার্লস কুলে, থমাস, জর্জ মীড প্রমুখদের সিদ্ধান্তও এই শ্রেণিতে চলে আসে। এর মধ্যে সামাজিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা প্রমুখত প্রতীকমূলক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণির মধ্যে ম্যাক্স ওয়েবার, বেবলন পারসন্স প্রমুখদের দ্বারা প্রস্তুত সমাজতত্ত্বগুলির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়।

(৫) সমাজতাত্ত্বিক ক্রিয়াবাদ (Sociological Functionalism)—এই শ্রেণির তত্ত্বগুলির মধ্যে সেইসকল তত্ত্বসমূহ যা সমাজের সংগঠনমূলক অংশগুলির কার্যপ্রণালী মাথায় রেখে নির্মাণ করা হয়েছে। স্পেনসার, দুর্খাইম, প্যারেটো,

ম্যালিনোস্কি, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন প্রমুখদের কার্যবাদী তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্গত। বর্তমানে মার্টিন, পারসন প্রমুখরা সমাজের সাংগঠনিক শক্তিগুলির আন্তঃসম্পর্ক এবং আন্তঃনির্ভরতার বিশ্লেষণ নিজের ক্রিয়া সম্পর্কিত তত্ত্বের মাধ্যমে করে গিয়েছেন।

ওয়াল্টার ওয়ালেস (Walter Wallace) তাঁর পুস্তক "সোসিওলজিক্যাল থিয়োরী" (Sociological Theory)-তে এগারো প্রকারের সমাজতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন।

(১) বাস্তুবিদ্যা (Ecology)—মানবীয় বাস্তুবিদ্যা (Human Ecology) সাথে সম্পর্কযুক্ত তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন—লিঙ্গে বা ডব্লু. ই. মুরের তত্ত্ব। এই প্রকার তত্ত্বে মানবীয় এবং অ-মানবীয় পরিবেশের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এই প্রকারের সিদ্ধান্তকে পরিস্থিতিবাদী সমাজতত্ত্ব বলা হয়ে থাকে।

(২) জনঘনত্ববাদ (Demographism)—এই শ্রেণির অন্তর্গত তত্ত্বসমূহ মানবীয় পরিবেশ (human environment) দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। ম্যালথাস বা ম্যাণ্ডলার প্রমুখদের তত্ত্ব জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্বের উদাহরণ।

(৩) বস্তুবাদ (Materialism)—এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বগুলিকে ভৌতিকবাদী সমাজতত্ত্বও বলা হয়ে থাকে। কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)-এর তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই শ্রেণির তত্ত্ব বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

(৪) মনোবিজ্ঞানবাদ (Psychologism)—এই প্রকারের বা শ্রেণির তত্ত্বকে মনোবিজ্ঞানবাদী তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে। এখানে মানুষের ব্যবহার বা সামাজিক জীবনকে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়। টার্ডের সামাজিক অনুকরণের তত্ত্ব এবং কুলের স্ব-দর্পণ (Looking glass-self) এই শ্রেণির তত্ত্বের অন্তর্গত।

(৫) প্রযুক্তিবাদ (Technologism)—এই প্রকারের তত্ত্বে কারিগরি শিক্ষার সমাজ জীবন ও সামাজিক ঘটনার ওপর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কার্ল মার্কস তথা ভেবলেন-এর সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব এবং অগবার্ন-এর সাংস্কৃতিক বিলম্বনার তত্ত্ব (Theory of cultural lag) এই শ্রেণির তত্ত্ব।

(৬) সাংগঠনিক ক্রিয়াবাদ (Structural Functionalism)—এই প্রকার তত্ত্বকে ক্রিয়ামূলক সংগঠনবাদ-ও বলা যায়। মার্টিন, লুই প্রমুখদের তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই তত্ত্বের মাধ্যমে সমাজে সাংগঠনিক শক্তিগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং প্রত্যেক অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত দায়িত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করা।

(৭) বিনিময়সিদ্ধ সংগঠনবাদ (Exchange Structuralism)—এই উপকল্পনায় সমাজ জীবনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সংস্থা বা দুটি সংস্থার মধ্যে বিনিময়ের ফলে যে সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়—তাকেই ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পিটার ব্লাকের তত্ত্ব যে সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তিকে সমগ্রে, সমগ্রকে সম্প্রদায়ে এবং সম্প্রদায়কে সমাজে পরিণত করে এবং ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক তথা আর্থিক সংগঠনের সিদ্ধান্ত এর অন্তর্গত।

(৮) দ্বান্দ্বিক সংগঠনবাদ (Conflict Structuralism) এই প্রকারের গঠনমূলক তত্ত্বকে সংঘর্ষ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রকার তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা এও জানি যে সমাজের বিভিন্ন ভাগ বা অঙ্গের মধ্যে বিনিময়ের ফলে শুধুমাত্র সংগঠনের সৃষ্টি হয় তাই নয় আবার সামাজিক বিঘটনও ঘটতে পারে। এই বিঘটনকারী বিনিময়গুলি পরস্পরের প্রতি ক্ষতিকারক ব্যবহারের দ্বারা সংগঠিত হয়। এই তত্ত্ব দুই বা ততোধিক তত্ত্বের মধ্যে গজিয়ে ওঠা বিরোধীতাকে বা সংঘর্ষের স্বরূপ বা পরিণামকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। কার্ল মার্কসের শ্রেণি-সংঘর্ষের তত্ত্ব এই শ্রেণির তত্ত্বের অন্তর্গত।

(৯) প্রতিকী মিথস্ক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism)—এই প্রকার তত্ত্বে সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্ক (Objective behaviour relations)—এর আধারে বিবেচনা করা হয়। চার্লস কুলে, উইলিয়াম থমাস, জর্জ হার্বার্ট মিডের তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্গত।

Scanned with CamScanner

(১০) সামাজিক ক্রিয়াবাদ (Social Actionism)—একে সামাজিক ক্রিয়াশীল তত্ত্বও বলা যায়। এই প্রকারের তত্ত্বে সামাজিক অন্তঃক্রিয়ার বাক্তিনিষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা যায়। মাক্স ওয়েবার, টালকট পারসন্স প্রমুখদের তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(১১) ক্রিয়াত্মক অনিবার্যবাদ (Functional Imperative)—এই প্রকারের তত্ত্বে সামাজিক অন্তঃক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ভাগগুলি বা অঙ্গগুলি ক্রিয়াগুলির অনিবার্যতা খুব বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কের ভিত্তিতে বোঝা যায়। পারসন্স এবং মার্টিন প্রমুখদের তত্ত্ব এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(১) ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব বনাম প্রমাণিত সিদ্ধান্ত (Speculative Versus Grounded Theories)

সামাজিক প্রক্রিয়া তথা সংগঠনগুলিকে ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোঁত এবং স্পেনসার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অনেক বিষয়ের নিরীক্ষিত পরিণামকে সংযুক্ত করে একটি প্রভাবশালী তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা তৈরি করেন। এই প্রকার চেষ্টার ফলস্বরূপ ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব (Speculative Theories) বিকাশ হয়েছে, যার মধ্যে তত্ত্বের দার্শনিকতা এবং অনিশ্চয়তা উভয়েই বিদ্যমান। অন্যদিকে, প্রমাণিত তত্ত্ব (Grounded Theory) পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা গবেষণালব্ধ পরীক্ষিত পরিণামের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি মীমাংসোদ্ভক তত্ত্ব অবধারণা বা উপকল্পনাগুলোর যোজনারূপে থাকে, অন্যদিকে প্রমাণিত তত্ত্ব পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণযোগ্য অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুনিষ্ঠ সাধারণ (যা সকল ক্ষেত্রে একই)-রূপে প্রকাশ পায়। মীমাংসোদ্ভক তত্ত্ব অনেক অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বহু অনুমানের সৃষ্টি করে যা সাধারণত দার্শনিক প্রকৃতির। যার দ্বারা ধারণাগুলিকে পরস্পর ক্রমাঙ্ক বা সংযুক্ত করা গেলেও আসল সত্যে পৌঁছনো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রমাণিত তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের বিশেষ নিয়ম, তত্ত্ব তথা অভিজ্ঞতালব্ধ সাধারণতা বা সার্বজনীনতা উৎপন্ন করে। মীমাংসোদ্ভক সিদ্ধান্তের দ্বারা সাধারণত তাত্ত্বিক নিয়ম পাওয়া যায়। যেখানে প্রমাণিত তত্ত্বে সাধারণত ঐতিহাসিক তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

(২) বৃহৎ তত্ত্ব বনাম লঘু তত্ত্ব (Grand Theory Versus Miniature Theory)

বৃহৎ তত্ত্ব (Grand Theory) হল এমন এক বিস্তৃত অবধারণা বা ধারণাগুলির সংগঠন, যার মাধ্যমে আন্তঃসম্পর্কিত প্রস্তাব (Propositions)-গুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে দেখা যায়। যার দ্বারা সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সংস্থাগুলিকে পড়বার জন্য এক সাধারণ দ্বারা সার্বজনীনতা- প্রাপ্ত ঘাত (Frame of Reference) পাওয়া যায়। একটি বৃহৎ তত্ত্ব বিস্তৃত সূত্র সংযোজনের মাধ্যমে গঠিত হয় যার থেকে বহু তর্কবাক্য গঠিত হয় এবং যা সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপজাত (General Sociological Orientation)-র বিশাল যোজনা প্রস্তুত করেছে। পারসন্স-এর সাধারণ ব্যবস্থা তত্ত্ব (System Theory) এবং সরোকিনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতিশীলতার তত্ত্ব (Theory of Socio-cultural Dynamics) বৃহৎ তত্ত্বের উদাহরণ।

লঘু তত্ত্ব (Miniature Theory)-কে আংশিক তত্ত্বরূপে প্রকাশ করা যায়, সে নিজের মধ্যেই সমস্ত সংশ্লেষনের (All-embracing) দ্বারা বিকশিত হয় না। মার্টিন এই প্রকারের লঘু তত্ত্বকে মধ্যবর্তী তত্ত্ব (Middle Range Theory) নামে ভূষিত করেছেন। মার্টিন মধ্যবর্তী তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন তাঁর পুস্তক "Social Theory and Social Structure" (1951)-এ। মার্টিন মধ্য-অভিসীমা তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, মধ্য-অভিসীমা তত্ত্ব হল সেই প্রকারের তত্ত্ব যা দৈনন্দিন অনুসন্ধান দ্বারা যথেষ্ট মাত্রায় প্রাপ্ত লঘু কিন্তু কাজ চালানো উপকল্পনা (Working Hypothesis) তথা অন্যদিকে সামাজিক ব্যবহার, সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক পরিবর্তন সমস্ত পর্যবেক্ষিত সাদৃশ্য (observed uniformities) ব্যাখ্যাকারী একটি সমন্বিত তত্ত্বকে বিকশিত করবার জন্য সবকিছুকে সম্মিলিত করে শৃঙ্খলিত প্রচেষ্টার মাঝে স্থিত থাকে। অন্যভাবে দৈনন্দিন অনুসন্ধানের ফলে উঠে আসা ছোট কিন্তু কাজ চালানো উপকল্পনা এবং অন্যদিকে একসাথে অনেক ঘটনা ব্যাখ্যাকারী সমস্ত বিষয় সম্মিলিত করে প্রস্তুত হওয়া তত্ত্বের মাঝখানে যে স্থানটি সেটি হবে মধ্য অভিসীমা তত্ত্ব। এত দ্বারা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে মধ্য-অভিসীমা তত্ত্ব উপকল্পনা বা প্রকল্পনা (Hypotheses)-

Scanned with CamScanner

এর মতো যেমন বেশি লঘুও নয় তেমনি সম্পূর্ণ তত্ত্বের ন্যায় বিস্তৃত বা ব্যাপকও নয় যা একইসঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে। এরা যেমন ছোট ছোট পঠনবিধি দ্বারা প্রাপ্ত নিষ্কাশন নয় তেমনি সর্বব্যাপক জটিল তত্ত্বও নয়। মধ্য-অভিসীমা তত্ত্বের অবস্থান এদের মাঝখানের হয়ে থাকে।

মার্টন পারসন্সের বৃহৎ তত্ত্ব অস্বীকার করে একথা বলেন যে প্রাকৃতিক তত্ত্ব যা বৃহৎ তত্ত্ব বলে পরিচিত, তার পেছনে বহু বড় বড় সিদ্ধান্ত-গ্রহীতাদের হাজার হাজার ঘণ্টা, গবেষণাগারে বহু কাজ এবং পরীক্ষণ লুকিয়ে আছে। যখন আইনস্টাইন 'আপেক্ষিকতাবাদ' তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তার আগে তিনি বহুদিন গবেষণাগারে কাটিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের দ্বারা নিষ্কাশিত জ্ঞানতথ্যের ওপর ভিত্তি করেই আইনস্টাইন তার গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের উত্তরসূরী কোলার এবং নিউটন এঁদের উত্তরসূরী লারেন্স এবং পিবন আসেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধারা অবিরাম গতিতে চলতে থাকে, এরই নিয়মবর্তী ধারাবাহিকতার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানে বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত তৈরি হতে পেরেছিল। সেই তুলনায় সমাজতত্ত্বের প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্বের সংখ্যা খুবই কম। সমাজতত্ত্বের জগতে এখনও কোন নিউটনের জন্ম হয়নি। তাই সেই প্রকার সম্পূর্ণ তত্ত্বেরও আবির্ভাব হয়নি যা সম্পূর্ণ জগৎকে কুক্ষীগত করতে পারে। যখন আমাদের কাছে অনেক অভিজ্ঞতাসিদ্ধ অধ্যয়ন পদ্ধতি তখন আমরা পুনঃ সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব নিয়ে কথা বলতে পারব।

মধ্যবর্তী তত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব হল এই তত্ত্বের ধাঁচ (Frame of Reference) খুবই সীমিত হয়। এই তত্ত্ব সমাজের বিশিষ্ট সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত তর্কবাক্য (Manageable Proposition) তৈরি করে। এই তত্ত্ব সবকিছু নিজের মধ্যে করে নেবার জন্য উপস্থিত বৃহৎ তত্ত্বের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। মার্টনের অসংগতি (Anomie) বা বিশৃঙ্খলার তত্ত্ব হোমন্সের সামাজিক প্রারম্ভিক ব্যবহার তত্ত্ব (Theory of elementary Social Behaviour), প্যারেটোর অভিজাত শ্রেণি স্থানান্তরিতকরণ (Circulation of Elite) তত্ত্ব, ফ্যাসটিঞ্জারের সচেতনমূলক অসংগতির তত্ত্ব (Theory of Cognitive Dissonance) মধ্য-অভিসীমা তত্ত্বের উদাহরণ। উইলিয়াম গুথ এবং রাল্ফ অ্যালিসন মার্টন দ্বারা প্রতিপাদিত মধ্য অভিসীমা তত্ত্ব, দুর্খাইমের আত্মহত্যার তত্ত্ব এবং ওয়েবারের প্রোটেস্ট্যান্ট আচার- অনুষ্ঠান তথা পুঁজিবাদী তত্ত্বকে সম্মিলিত করেছিলেন।

(৩) নিখিল বনাম অণু তত্ত্ব (Macro versus Micro Theories)

ডন মার্টিন্ডেল (Don Martindale) এই দুই প্রকার তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যের মুখ্য আধারের এককতাকেই মনে করা হয় যাকে পঠন-পাঠনের এককরূপে নির্বাচন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন সম্প্রদায়, বড় সংস্থা, ব্যবস্থা বা সামাজিক ঘটনা প্রভৃতি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে নিখিল তত্ত্ব (Macro Theory) প্রতিপাদন করা হয়। এই প্রকার তত্ত্ব সম্পূর্ণ ঘটনা, ব্যবস্থাদিয় শৃঙ্খলিতরূপে পেশ করে। অণুতত্ত্ব (Micro Theory) নির্মাণের জন্য কোথাও ছোট বা লঘু আকারের একক নির্বাচন করে সূক্ষ্ম অধ্যয়ন করা হয়। তারপর নিষ্কাশন করা হয় এবং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কোনও ছোট সম্প্রদায়, এক বা কিছু ব্যক্তির ছোট গোষ্ঠী দ্বারা ব্যক্তিনিষ্ঠ অধ্যয়নের দ্বারা অধ্যয়ন পদ্ধতির অণুতত্ত্ব (Micro Theory) নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এখানে ছোট ছোট সমস্যাকে অধ্যয়ন একক গোষ্ঠীরূপে নির্বাচন করা হয়। এইভাবে বিস্তৃত তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে দুই মূল্যবান প্রকার।

নিখিল তত্ত্ব (Macro Theories) ক্ষেত্রের দৃষ্টিতে বিস্তৃত এবং এতে নিয়মের ব্যাপক শ্রেণি লক্ষ করা যায়। অণুতত্ত্বের (Micro Theories) সম্বন্ধ ধাঁচা সীমিত হয় এবং সীমিত প্রকারের ঘটনার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়। সামাজিক বিচারধারার প্রারম্ভিক প্রণেতাগণ বিস্তৃত প্রকারের বিষয়, সমস্যা বা সম্পূর্ণ সমাজ সম্পর্কিত ? দ্বারা গঠিত তত্ত্বসমষ্টি (নিখিল সমাজতত্ত্ব—(Macro Sociology) সমাজের পরম্পরাকে তৈরি করে। ইমাইল দুর্খাইম এই তত্ত্বের প্রধান প্রবর্তক। অণু সমাজতত্ত্ব (Micro Sociology) সমাজের অণুগুলির মধ্যে অন্তঃক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তথা জার্মানির ম্যাক্স ওয়েবার এবং সিমেল এর প্রধান প্রতিপাদক ভূমিকা তত্ত্ব (Role Theory) তথা লঘু গোষ্ঠী তত্ত্ব (Small group theory)

Scanned with CamScanner

তৎকালীন সমাজতত্ত্বের সূক্ষ্ম ধারাকে ব্যক্ত করে। এই দুই প্রকারের তত্ত্বের প্রধান পার্থক্য বিশ্লেষণের একক্যের ওপর নির্ভরশীল, বিশ্লেষণের স্তরের ওপর নয়। উদাহরণস্বরূপ যেখানে নিখিল তত্ত্ব (Macro Theories) সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে একটি কারখানা (Factory)-কে অধ্যয়নের বিষয় নির্বাচন করা হয়, অণুতত্ত্বের (Micro Theories) দ্বারা সেই কারখানার শ্রমিকদের ব্যবহার, কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তে তাদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। নিখিল তত্ত্ব (Macro Theories) যেখানে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা অঙ্কন করে, সূক্ষ্মতত্ত্ব সেক্ষেত্রে সামাজিক ভূমিকাগুলি ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের আদানপ্রদান, তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহার ব্যাখ্যা করে। নিখিল তত্ত্ব সমগ্ররূপে সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সমাজকে সমগ্ররূপ নিয়েই বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে অণুতত্ত্ব সেই সকল উপব্যবস্থাগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে যাদের পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সমগ্র সমাজ তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে পারে। পারসন্স-এর ব্যবস্থা তত্ত্ব (System Theory), নিখিল তত্ত্ব অন্যদিকে হোমন্সের বিনিময় তত্ত্ব (Exchange Theory) অণু তত্ত্বের উদাহরণ। নিখিল তত্ত্ব (Macro Theory) বৃহৎ সিদ্ধান্ত বা গ্র্যান্ড থিয়োরী'র মধ্যেই পড়ে যার প্রাথমিক ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা যায়। অন্যদিকে অণুতত্ত্ব (Micro Theories) লঘু তত্ত্বের (Miniature Theories) শ্রেণিতে পড়ে যাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান বা পরখ করা সম্ভব। এই কারণেই বহু বৈজ্ঞানিকের মতে নিখিল তত্ত্বের (সমষ্টি তত্ত্ব—Macro Theories) তুলনায় অণুতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ কার্য সঠিকভাবেই অনেক বেশি ফলদায়ক এবং সন্তোষজনক।

সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব
(Functions or Importance of Sociological Theories)

সমাজতত্ত্বের কাজগুলি নিম্নরূপ—

১। তত্ত্ব সম্ভাব্য সমস্যাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে এবং নবীন অন্বেষণমূলক পঠনপাঠন শুরু করে (Theory suggests potential problems and produces new investigative studies)—

ফ্রান্সিস আব্রাহাম (Francis Abraham) ঠিকই বলেছেন যে, একটি ফলদায়ক তত্ত্ব উপকল্পনার ভাণ্ডার আবার সমাজতত্ত্বের অবিরাম অন্বেষণ প্রক্রিয়ায় এটি নিরন্তর প্রেরণার কাজ করে। অনেক অভিজ্ঞতামূলক অন্বেষণে তত্ত্ব নির্মাণে সাহায্য করে।

২। তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম (Theory predicts facts)

অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক ঘটনার সাদৃশ্যতার পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় প্রদান করে। ঘটনার পরবর্তী প্রবৃত্তি পূর্বকথন অনুসন্ধানের উপযোগিতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং এতে অন্বেষণের মাধ্যমে অগ্রগতির নতুন পথ পাওয়া যায়।

৩। তত্ত্ব সামগ্রী তথা তার সম্পর্ক সুবিধাজনক ধারণামূলক-যোজনা প্রস্তুত করে (Theory systematizes matters and their relationships into convenient conceptual scheme)

তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাপ্ত নিয়ম শুধু সমাজের ব্যাখ্যাই করে না, উপরন্তু নিয়মগুলিকে সরল বানায় এবং অপরিমিত ও অপর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে, তার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য বাছাই করে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে নেয়। অন্যভাবে তত্ত্ব পরিবর্তনীয় বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক বের করে তাকে এক ধারণামূলক সাঁচে (Conceptual Framework) প্রস্তুত করা হয়।

৪। তত্ত্ব বিশেষ অভিজ্ঞতালব্ধ খোঁজ বা সমাজতত্ত্বের সাধারণ উন্মুখতির মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে এবং গবেষণার উপযোগিতা বৃদ্ধি করে (Theory establishes a linkage between specific emperical findings and general sociological orientations, thus enhancing the meaningfullness of research)।

Scanned with CamScanner

শুধুমাত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্ত অসংলগ্ন নিরাশিত তথ্য নতুন রূপ গ্রহণ করে যখন তাকে সঠিক সমাজতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রাখা যায়। তত্ত্ব বিশেষ অভিজ্ঞতালব্ধ সর্ব সাধারণীকরণ বা সামাজতত্ত্বের বৃহৎ (orientation) মাঝে মধ্যস্থতা করে।

৫। তত্ত্ব অর্থ প্রদান করে, সঠিক সত্য প্রমাণিত করে (In providing meaning, the theory also attests truth)

কোন প্রকল্পকে (Hypotheses) তত্ত্বে পরিবেশনের সময় সেগুলোই পরীক্ষা করা হয়, যেভাবে তাকে তথ্যে স্থান দেবার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। এভাবেই সঠিক তত্ত্ব পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নিয়ম দ্বারা যেমন সমর্থিত হয় এবং তথ্যের স্থাপনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৬। তত্ত্ব গবেষণার পথ প্রদর্শক, আবার অধ্যয়ন করার বিষয়ও অনেক সীমিত করে দেয় (Theory guides research and narrows down the range of facts)

তত্ত্ব প্রকল্প প্রদান করে, অনুসন্ধানকে নতুন দিশার সন্ধান দেয় এবং অনুসন্ধানকারীকে কোন কোন পরিবর্তনীয় ঘটনা বা চলক (Variables)-এর উপর ধ্যান কেন্দ্রীভূত করা উচিত তা বলে দেয়।

প্রত্যেক তত্ত্বেরই বৈজ্ঞানিক নিয়ম থাকে, যার সাহায্যে উপকল্পনা তৈরি করা হয়। প্রত্যেক তত্ত্ব কোন না কোন ভাবে প্রকল্প স্থির করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দুর্খেইম সামাজিক দৃঢ়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, সমাজে সাবয়বী এবং যান্ত্রিক এই দুই প্রকারের দৃঢ়তা পাওয়া যায়। জৈব সংহতির উদাহরণ হল আধুনিক নগর-জীবন এবং উন্নয়নশীল সমাজ; আবার যান্ত্রিক সংহতির উদাহরণ হল আদিম এবং গ্রামীণ সমাজ। দুর্খেইম মনে করেন, যে সকল সমাজে মানুষের সম্পর্কের দৃঢ়তা যত বেশি সেখানে আত্মহত্যার হার সর্বাপেক্ষা কম। এর ওপর ভিত্তি করেই এই তত্ত্ব বের করা হল যে নগর-জীবনের তুলনায় গ্রামীণ জীবনে আত্মহত্যার হার অনেক কম, কারণ এখানে সমাজ-জীবন নগরের থেকে অধিক দৃঢ়।

৭। তত্ত্ব অন্বেষণ বা পরীক্ষণের যন্ত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয় (Theories serve as tools of inquiry)

গবেষণা নকশা (Research-design) প্রতিপাদন করা, প্রয়োগসিদ্ধতা, তথ্যের পরিমাণ বের করতে সাহায্য করে।

৮। তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের পর্দার ত্রুটিগুলোকে প্রকট করে এবং তাকে ভরাবার জন্য বিস্তৃত সাধারণ কল্পনা প্রস্তুত করেন (Theory points to gaps in our knowledge and seeks to fill them with extensional generalisations)

অব্রাহাম কাপলান (Abraham Kaplan) লিখেছেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিয়মগুলি তখন মূল্য পায় বা প্রভুত্ব হয় যখন তা তত্ত্বের সাথে যোগ করে। তত্ত্ব ঘটক, ধাত্রী এবং ধর্মপিতার মতো সবকিছুকে একত্রে নিয়ে সেবা করে। তত্ত্বের এই প্রকার আনুগত্যকে তত্ত্বের স্বতঃসন্ধান কার্য (Ineristic function of theory) রূপে জানা যায়।

৯। তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই মডেল বানানো হয় (Models are constructed on the basis of theory)

সমাজতত্ত্বকে আধার মনে করে এই মৌলিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মডেল বানানো হয় এবং ঐ মডেল বাস্তব জীবনে অধ্যয়ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। মার্টন ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের জন্য প্রকার্যবাদী মডেল তৈরি করেন যার মধ্যে ১১টি উপাদানও রাখেন। অনেক বিজ্ঞানী তত্ত্ব এবং মডেলের প্রভেদ নেই বলে মনে করলেও এদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মডেল কখনই বাস্তব ঘটনা নয়, বাস্তব সদৃশ। এরা শুধুমাত্রই বাস্তবের অনুকৃতি।

১০। তত্ত্ব ধারণার বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে (Theories are helpful in analysing concepts)

উদাহরণস্বরূপ, মার্টন প্রকার্য ধারণার মধ্যে গোষ্ঠীর সম্পূর্ণের প্রতি যোগদানকেই প্রকার্য বলে মনে করা হয়। এর আগে—প্রয়োগ বহু অর্থেই ব্যবহৃত হত যেমন উৎসব, সমারোহ, ব্যবসা, কাজ প্রভৃতি। আবার গাণিতিক অর্থে পরিবর্তনীয় ঘটনা (Variables)-এর পারস্পরিক নির্ভরতা মার্টন এই ঐতিহ্যমূলক ঘটনাগুলিকে ? অর্থ অর্থাৎ তত্ত্বে এই অর্থগুলিকে অস্বীকার করেছেন। এইভাবেই তত্ত্ব ধারণাকে স্পষ্ট করে।

Scanned with CamScanner

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম বলতে গেলে এটা বুঝতে হয় যে একটি তত্ত্বর উর্বরতা উৎপাদক ক্ষমতা (Productive power) বা তত্ত্বটি কিভাবে তর্কের উত্তর দিল— তার ওপর তার গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় না। বাস্তবে কোন তত্ত্বের মূল্য বা গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় সেই সকল প্রশ্ন দ্বারা যা সে উত্থাপন করে থাকে, একটি উর্বর তত্ত্ব সম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে, লোভজনক উপকল্পনা প্রস্তুত করে, ঘটনা অনুযায়ী তার পরিপ্রেক্ষিত নিয়েও আলোচনা করে, তথা সমাজতত্ত্বের খোঁজের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, তত্ত্ব কোন ঘটনার শেষকে দেখায় এবং অন্য তত্ত্বগুলিকে তাদের শেষ (ends) পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner